নারীর কথা

শাড়ির মধ্যে জীবনগাঁথা

ইএমকে সেন্টারে গত ১৯ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ভিন্নধর্মী এক প্রদর্শনী। মনিকা জাহান বোসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর নাম 'নারীর কথা : শাড়ির মধ্যে জীবনগাথা'।

মনিকা জাহান বোস একজন চিত্রশিল্পী এবং আইনজীবী। তিনি পরিবেশ এবং মানবাধিকার আইন নিয়ে কাজ করছেন বহুদিন যাবৎ। 'শাড়ির মধ্যে জীবনগাথা' মূলত একটি গবেষণাধর্মী শিল্পকাজ। কাটাখালী গ্রামের পরিবর্তনশীল জলবায়ু এবং এর মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন চলার চিত্র তিনি তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে তুলে এনেছেন। বন্যা, ঝড় এবং অন্যান্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলা করে কাটাখালি গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের নারীরা যেভাবে নিজেদের ও পরিবারকে আগলে রেখে দৃঢ়তার সাথে পথ চলছে তা দেশ-বিদেশের মানুষকে জানাতে শিল্পীর এই পদক্ষেপ নেয়া।

বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতনতা অনেক কম। বাংলাদেশের পাশাপাশি পশ্চিমা দেশগুলোর মানুষের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা

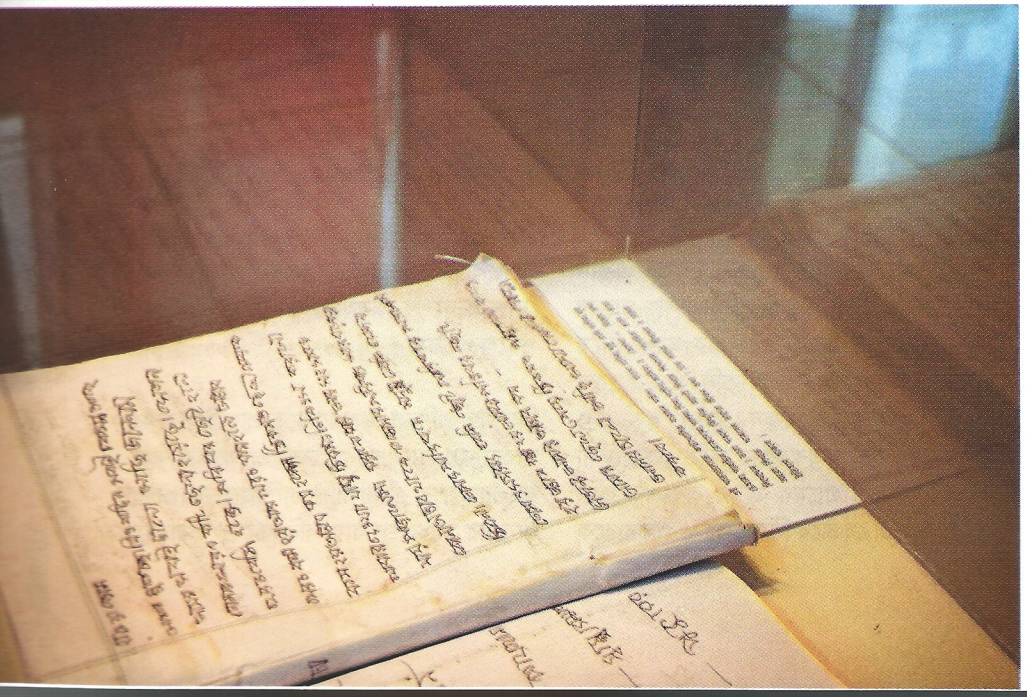

সম্পর্কে অবগত করার জন্যই মূলত এই গবেষণামূলক শিল্প উদ্যোগ নিয়েছেন মনিকা। যে পরিবর্তনের কারণ মানুষের উদাসীনতা ও অসাবধানতা। এতে বাংলাদেশের মানুষের অদম্য প্রাণশক্তির গল্প এক অতিবাস্তব ও অপূর্ব উদাহরণ হিসেবে ফুটে উঠেছে।

আমেরিকান নাগরিক বাংলাদেশি এই শিল্পী কাজ শুরু করেছিলেন ২০১৩ সালে, কাটাখালি গ্রামের বারোজন মহিলাকে নিয়ে। 'সংহতি' নামক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে এই বারোজন মহিলা শিক্ষাগত সহায়তা পেয়েছেন এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ থেকে নিজেদের পরিবারকে রক্ষা করেছিলেন সংহতি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য দিয়ে। এই মহিলাদেরকে তাদের স্ব-নামে সংহতি থেকে একটি করে বাড়ি দেয়া হয়েছিল। কেননা ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা'র আঘাতে তাঁরা নিজেদের বাড়িঘর হারায়।

ত্রিশ বছর আগে মনিকা জাহান বোসের মা নূরজাহান বোস আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন সেখানকার অন্যান্য প্রবাসি বাংলাদেশি মহিলাদের নিয়ে। বাংলাদেশি মহিলাদের নিয়ে এই সংগঠনটি কাজ করছে ১৯৮৪ সাল থেকে।

জলবায়ু পরিবর্তনে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিনিয়ত তারা ঝড়, বন্যা, নোনাপানির আধিক্য এসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তার মধ্যে থেকে গ্রামের মানুষেরা শিখছে কিভাবে এর মোকাবেলা করে বেঁচে থাকা যায়, অন্যদেরকে সাহায্য করা যায়।

কাটাখালি গ্রামের মেয়েরা সংহতি'র সহায়তায় লেখাপড়া শিখছে। মনিকা তাদেরকে লেখার জন্য খাতা, কলম, রঙের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই মেয়েরা এখন নিয়মিত লেখার চর্চা করছে। প্রথম প্রথম এই লেখার

কাজগুলো তাদের জন্য একদমই সহজ ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে দুই একটি বিচ্ছিন্ন শব্দ জুড়ে জুড়ে তারা এখন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যাচ্ছে। তাদের লেখা এই খাতাগুলো প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে। মনিকা এ ব্যাপারে বললেন, 'এই মেয়েগুলোর কথা সবারই জানা উচিত, কেননা এরা সেই মানুষ যারা সমাজ ও প্রকৃতি উভয়ের সাথেই লড়াই করে জীবন কাটাচ্ছে প্রতিনিয়ত'। প্রদর্শনীতে তিনটি বড় প্রোজেক্টরের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে একটি প্রামাণ্যচিত্র, যেখানে পর্দা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এই শাড়িগুলো। প্রবাসী আলোকচিত্রী নন্দিতা আহমেদ তাঁর ক্যামেরাতে ধারণ করেছেন এই বারোজন মহিলার কাজ, তাদের লেখালেখির গল্প, তাদের আনন্দ উদযাপনের মুহূর্তগুলো।

প্রদর্শনীতে শাড়ির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে এই বারোজন মহিলার মনের কথা। শাড়ি বাংলাদেশি নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই মাধ্যম হিসেবে শিল্পী শাড়িকে বেছে নিয়েছেন। ব্লক প্রিন্টের সাহায্যে শিল্পীর সাথে এক হয়ে এই নারীরা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে লিখেছেন তাদের দৈনিক জীবনের ছোট ছোট শব্দ, তাদের ভাবনাগুলোকে এঁকেছেন ফুল, লতা-পাতা আর আগুনমুখা নদীর ঢেউ, গ্রামের পাশ দিয়ে নিবিড়ভাবে যা বয়ে গেছে। শিল্পী মনিকা শাড়িতে এঁকেছেন পেঁয়াজের ছবি, যা ঐ মহিলাদের জীবিকা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এই মহিলারা একেকজন অসামান্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। নিজেরা শিক্ষিত হয়ে চলে গেছেন পাশের গ্রাম 'গঙ্গাচর'-এ, ঐ গ্রামের মেয়েদের পড়ালেখা শিখাতে! কেউ তাদেরকে বলে দেয়নি, নিজেই তারা অনুভব করেছে একটা মানুষের জীবনে কতটা জরুরি হতে পারে পড়ালেখা। নিজেদের ভিতর থেকেই তাই তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে জ্ঞানের আলো।

নারীর শক্তিতে সমাজের মুক্তি, তাদের চেষ্টায় পরিবার এবং সমাজ খুঁজে পায় বেঁচে থাকার আশ্বাস। অন্তত এই মহিলাদের দেখে আর কেউ বলবে না, নারী পরিবারের বোঝা, সমাজের যন্ত্রণা। নাসিমা, পারভীন, শাহিদার মতো আগুনমুখা নদীপাড়ের মেয়েরা আগুনের মতোই জ্বলজ্বল করে পৃথিবীজুড়ে মানুষকে দেখাচ্ছে মনের শক্তির কাছে সবকিছু তুচ্ছ। ■

লেখক : ওয়ামিয়া আকতার
আলোকচিত্র : শাহেদ জামান